بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু"

সালাফদের সিয়াম

আযান প্রকাশনী

/azanprokashoni

বিষয় সূচি

(প্রথম অংশ)

১। রমাদ্বানে দান ও সদকার আধিক্য ১০

২। একে অপরকে কুরআন শোনানো ১০

৩। মা আয়িশার (রাঃ) চোখে নবীজির ﷺ রমাদ্বান ১২

৪। লাইলাতুল কদরের তালাশ ১৩

৫। কিয়ামুল লাইল ১৫

৬। সালাফদের কুরআন তিলাওয়াত ২২

৭। ইতিকাফ করা এবং সর্বদা মাসজিদে থাকা ২৭

৮। রমাদ্বানে মু'মিনের মুজাহাদা ২৮

(দ্বিতীয় অংশ)

শুরুর কথা ৩১

লেখিকার আরজ ৩৩

রমাদ্বানঃ বৈশিষ্ট্য ও তার মর্যাদা ৩৪

অপেক্ষার প্রহর ৪০

মুবারাক হো মাহে রমাদ্বান ৪৩

সালাফদের গ্রীষ্মকালীন এবং সফরকালীন সিয়াম ৪৯

রমাদ্বানে সালাফদের কুরআন অনুধাবণ ৫৮

সালাফদের শেষ দশক ৬৮

শেষ কথা ৭২

(তৃতীয় অংশ)

রমাদ্বান কড়া নাড়ে ৭৫

রমাদ্বান আসার আগে ৭৮

রমাদ্বানের প্রথম রাতে ৮২

তিনটি জিনিস হলো ৮৩

সালাফদের সিয়াম ৮৪

রমাদ্বানে সালাফদের কুরআন তিলাওয়াত ৮৬

সিয়ামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ৮৯

দুর্ভাগা যারা? ৯৪

রমাদ্বানের শেষের দশ রাতের আমল ৯৮

রমাদ্বানের শেষের দশকে লাইলাতুল কদরের তালাশ ১০০

শেষ ভালো যার সব ভাল তাঁর ১০২

অগণিত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, অতঃপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাথীবৃন্দ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীবৃন্দের উপর।

নিশ্চয়ই সালাফ আস-সালিহীনদের অবস্থা বড় শানদার ছিল। কেননা, উনারা বুঝতে পেরেছিলেন আল্লাহ তা'য়ালার এই মর্মবাণী —

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"রমাদ্বান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তা'য়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"[১]

এবং বুঝতে পেরেছিলেন নবী কারিম ﷺ এর হাদিসের মর্ম –

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة

অর্থাৎ যখন রমাদ্বান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আগত হয়, তখন সকল শাইত্বন ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয়না। পরন্তু জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে এই বলে, হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো। (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোজখ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পারো)। এরূপ আহ্বান প্রত্যেক রাতেই হতে থাকে।[২]

আর সহীহ বুখারিতে এসেছে "فتحت أبواب السماء" অর্থাৎ "আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়" আর সহীহ মুসলিমে এসেছে "রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়" এবং বুখারি ও মুসলিম উভয় কিতাবে এসেছে "শাইত্বনদেরকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয়"।[৩]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন:

قال : دخل رمضان .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
إن هذا الشهر قد حضركم . وفيه ليلة خير من ألف شهر .
من حرمها فقد حرم الخير كله . ولا يحرم خيرها إلا محروم "

রমাদ্বান মাস শুরু হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হল সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল। কেবল বঞ্চিতরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।[৪]

❁ সালাফদের সিয়াম

সালাফগণ বুঝেছেন আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূল ﷺ এর এই হাদিসটি —

قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দন্ডায়মান হবে তার পূর্বের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৫]

আবু হুরায়রা (রা) এর আরেকটি হাদিসে এসেছে,

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

"যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত্রিতে দন্ডায়মান হবে (অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল) তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৬]

এই সকল দলিল আদিল্লার কারণেই সালাফ আস-সালিহীনগণ রমাদ্বান মাসে নেক আমাল করার ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে থাকতেন। বেশি বেশি চেষ্টা ও মেহনত করতেন। এই দলিলগুলোই সালাফদেরকে রমাদ্বান মাসে আমলে ব্যস্ত রাখতে বাধ্য করত। এর ফলে বরকতময় এই মাসে উনারা আল্লাহর ইবাদাতে পরিপূর্ণ হালতে পৌঁছে যেতেন।

ইমাম ইবনু রজব (রহ) বলেন, "কোন কোন সালাফ আল্লাহর কাছে ছয়মাস দুআ করতেন যেন তাদেরকে রমাদ্বান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর ছয়মাস দুআ করতেন তাদের রমাদ্বানের আমলগুলো যেন কবুল করে নেওয়া হয়।"[৭]

কোন কোন সালাফ বলতেন,

اللهم سلمنى لرمضان وسلم رمضان لى وتسلمه منى متقبلا

"হে আল্লাহ আমাকে রমাদ্বান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেন, রমাদ্বানকে আমার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন এবং আমার কাছ থেকে তা কবুল করুন।"

অনুবাদকের টীকাঃ এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ুতি (রহ) এর একটি আছার পাওয়া যায়। তিনি তাঁর জামিউল আহাদিসে উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে উল্লেখ করে বলেন —

عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان اللهم سلمنى لرمضان وسلم رمضان لى وتسلمه منى متقبلا (الطبرانى فى الدعاء ، والديلمى وسنده حسن) [كنز العمال

হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমাদ্বান চলে আসত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এই সকল কালিমা শিখাতেন,

"হে আল্লাহ আমাকে রমাদ্বান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেন, রমাদ্বান আমার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন এবং আমার কাছ থেকে তা কবুল করুন।"[৮]

তথ্যসূত্র:

১। সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৮৫
২। তিরমিজি: ৬৮২, ইবনু মাজাহ: ১৬৪২, ইবনু খুযাইমাহ: ১৮৮৩, ইবনু হিব্বান: ৩৪৩৫, বাইহাকি: ৮২৮৪, হাকিম: ১৫৩২, সহিহ তারগিব: ৯৯৮, নাসায়ি: ২০৯৭
৩। সহীহ বুখারি: ১৮৯৮ ও ১৮৯৯, সহীহ মুসলিম: ১০৭৯
৪। নাসায়ি: ১৬৪৪
৫। বুখারি: ২০১৪, মুসলিম: ৭৬০
৬। বুখারি: ২০৯, মুসলিম: ৭৫৯
৭। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩৭৬, আর ইমাম সুয়ুতি এই আছারটি তার তাফসির আদদুররুল মানছুরে উল্লেখ করেন: ১/৪৫৪]
৮। তাবারানি, দায়লামি। সনদ হাসান। [কানজুল উম্মাল: ২৪২৭৭] –

❁ সালাফদের সিয়াম

রমাদ্বানের বরকতময় মাসে নবীজি ﷺ ও সালাফদের চেষ্টা মেহনতের বেশ কিছু দলিল পাওয়া যায়। নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলো যার স্বাক্ষী —

১। রমাদ্বানে দান ও সদকার আধিক্য

রাসুল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। রমাদ্বানে জিবরীল উপস্থিত হলে তিনি আরো বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। রমাদ্বানের বরকতময় মাসে যখন জিবরীল (আঃ) নবীজি ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তখন তিনি রহমতের বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।[৯]

২। একে অপরকে কুরআন শোনানো

জিবরীল (আঃ) প্রতি বছর রমাদ্বান মাসে নবীজি ﷺ এর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ করতে আসতেন। রমাদ্বানের প্রতিরাতে তিনি এসে রাসুল ﷺ কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন, অতঃপর রাসুল ﷺ জিবরীলকে শোনাতেন।

সহিহ হাদিসে এসেছে:

> عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

> হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমাদ্বান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরাইল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাদ্বানের প্রতিরাতেই জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ﷺ রহমতের বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। [১০]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عن عائشة عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي

মাসরুক (রহ) হযরত আয়িশা (রাদিঃ) এর মাধ্যমে হযরত ফাতিমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "নবীজি ﷺ আমাকে গোপনে বলেছেন, প্রতি বছর জিবরীল আমার সঙ্গে একবার কুরআন শোনান ও শোনেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার সঙ্গে দু'বার এ কাজ করেন। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসন্ন।"[১১]

তথ্যসূত্র:

৯। বুখারি: ৬, মুসলিম: ২৩০৮
১০। বুখারি: ৬, ১৯০২,৩২২০,৩৫৫৪, ৪৯৯৭, মুসলিম: ৩২০৮, আহমাদ: ৩৬১৬
১১। বুখারি: ৪৯৯৭ নং হাদিসের পূর্বে ক্রমিক বিহীন হাদিস

৩। মা আয়িশার (রাঃ) চোখে নবীজির ﷺ রমাদ্বান

নবীজি ﷺ রমাদ্বানের শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদাত করতেন, যা অন্য কোন সময় করতেন না। হযরত আ'য়িশা (রাঃ) বলেন,

> "আল্লাহর রাসুল ﷺ রমাদ্বানে শেষ দশকে এত চেষ্টা মেহনত করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না।" [১২]

তিনি আরো বলেন,

> عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله

> "যখন রমজানের শেষদশ প্রবেশ করত তখন রাসুল সাঃ কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়তেন, রাত্রি জাগরণ করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগাতেন।[১৩]

আয়িশা (রাঃ) আরো বলেন,

> নবীজি ﷺ রমাদ্বানের প্রথম দুই দশক সালাত ও ঘুম দ্বারা মিলাতেন। অতঃপর শেষ দশকে আসত তিনি লুঙ্গি কষে বাঁধতেন।[১৪]

আয়িশা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "আমি রাসুল ﷺ কে একমাত্র রমাদ্বান ব্যতীত দেখিনি, রাত্রিতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং পুরোটা মাস একাধারে রোজা রাখতে।"[১৫]

তথ্যসূত্র:

১২। মুসলিম: ১১৭৫
১৩। বুখারি: ১০৫৩
১৪। মুসনাদ আহমাদ: ৪০/১৫৯ হাদিস নং ২৪১৩১
১৫। মুসলিম: ৭৪৬